১ অক্টোবর ২০০৭

অধিকার ৯ মাস প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নির্যাতনে মৃত্যু ৫০% এরও বেশী ও নিহত হয়েছে ১৫৭ জন

মানবাধিকার সংস্থা অধিকার ২০০৭ এবং ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর উক্ত ৯ মাসের মানবাধিকার লংঘন সংক্রান্ড় একটি তুলনামূলক রিপোর্ট প্রস্তুত করেছে।

বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড ২০০৭

২০০৭ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ড় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নিহত হয়েছে ১৫৭ জন নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে যাদের মধ্যে ৬৪ জনেরই মৃত্যু ঘটেছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে থাকা অবস্থায়। উক্ত ১৫৭ জনের মধ্যে ৮৩ জন র‌্যাব, ৫২ জন পুলিশ, ৭ জন সেনাবাহিনী, ৭ জন যৌথ বাহিনী, ৩ জন নৌবাহিনী, ১ জন জেল পুলিশ, ১ জন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণকারী অফিসারের হাতে এবং ৩ জন র‌্যাব ও পুলিশের যৌথ অভিযানে নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এখানে উলেণ্ঢখ করা প্রয়োজন, নিহত ১৫৭ ব্যক্তিদের মধ্যে ১০৭ জন কথিত ক্রসফায়ার/বন্দুক যুদ্ধ/এনকাউন্টারে, ২৯ জন নির্যাতনে এবং বাকী ২১ জন বিভিন্নভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে মৃত্যুবরণ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নিহত ১৫৭ জনের মধ্যে র‌্যাবের কথিত ক্রসফায়ার/বন্দুক যুদ্ধ/এনকাউন্টারে ৭৯ জন, নির্যাতনে ২ জন এবং ২ জন র‌্যাব কর্তৃক গ্রেফতারের পর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছে।

পুলিশের ক্রসফায়ার/বন্দুক যুদ্ধ/এনকাউন্টারে ২৪ জন, নির্যাতনে ১৪ জন, গুলিতে ১১ জন, ১ জন গ্রেফতারের পর থানা হাজতে এবং ২ জন গ্রেফতারের পর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছে।

৫ জন সেনাবাহিনীর নির্যাতনে নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া সেনাবাহিনীর ভ্যান থেকে পালানোর সময় ১ জন এবং অপর ১ জন গ্রেফতারের পর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছে।

একই সময়ে ৩ জন নৌবাহিনীর নির্যাতনে নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এছাড়াও ১ জন যৌথ বাহিনীর ক্রসফায়ার/বন্দুক যুদ্ধ/এনকাউন্টারে, ৩ জন নির্যাতনে, ১ জন গ্রেফতারের পর হাসপাতালে, ১ জন যৌথ বাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থায় ছয়তলা বিল্ডিং থেকে লাফিয়ে পড়ে এবং ১ জন গ্রেফতারের পর থানায় মৃত্যুবরণ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এছাড়া ১ জন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের হাতে নির্যাতনের পর, ১ জন জেল পুলিশের নির্যাতনে এবং ৩ জন র‌্যাব ও পুলিশের যৌথ অভিযানে ক্রসফায়ার/বন্দুক যুদ্ধ/এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নিহতদের রাজনৈতিক পরিচয় ঃ

নিহত ১৫৭ ব্যক্তির মধ্যে ৮ জন বিএনপি, ৫ জন আওয়ামী লীগ, ১ জন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), ১ জন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের সদস্য। এছাড়া ৮ জন পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, ৯ জন পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (জনযুদ্ধ), ৭ জন পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (লাল পতাকা), ৭ জন বিপণ্ঢবী কমিউনিস্ট পার্টি, ১ জন নিউ বিপণ্ঢবী কমিউনিস্ট পার্টি, ২ জন নিউ বিপণ্ঢবী কমিউনিস্ট পার্টি (মৃণাল গ্রুপ), ২ জন গণবাহিনী, ৬ জন গণমুক্তি ফৌজ, ৪ জন শ্রমজীবি মুক্তি আন্দোলন, ৪ জন সর্বহারা পার্টির সদস্য।

বাকী অন্যান্যদের পরিচয় ঃ

বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী জানা গেছে যে, কথিত সন্ত্রাসী বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ৩ জন গাংচিল বাহিনী, ১ জন মাছিম বাহিনী, ১ জন হাজী বাহিনী, ১ জন লাল চাঁদ বাহিনী, ১ জন পান্না বাহিনী, ১ জন মতিন বাহিনী, ১ জন সালাম বাহিনীর সদস্য।

এছাড়াও ২ জন কথিত অস্ত্র চোরাচালানকারী, ৩ জন কথিত অস্ত্র ব্যবসায়ী, ৩ জন কথিত ছিনতাইকারী, ১ জন কথিত জুয়াড়ী, ২ জন কথিত মাদক ব্যবসায়ী, ২ জন হাজতী, ১ জন কয়েদী, ১ জন কথিত অস্ত্রবাজ, ১ জন চাঁদা বাজ, ১ জন কথিত চরমপন্থি, ১৯ জন কথিত ডাকাত এবং ২৮ জন কথিত অপরাধী রয়েছেন।

নিহত অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে ১ জন মুক্তিযোদ্ধা, ৩ জন কৃষক, ১ জন ফল বিক্রেতা, ১ জন ব্যবসায়ী, ১ জন কন্ট্রাক্টর, ১ জন যুবক, ১ জন বৃদ্ধ লোক, ১ জন কিশোর, ১ জন রিক্সা চালক, ২ জন বাস ড্রাইভার, ১ জন নারী গার্মেন্টস শ্রমিক, ১ জন গৃহবধূ, ১ জন আদিবাসী নেতা, ১ জন পুলিশ ইনফর্মার, পরিচয় জানা যায়নি এমন ১ জন শ্রমিক এবং পেশা জানা যায়নি এমন ১ ব্যক্তি রয়েছেন।

বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড ২০০৬

অপরদিকে ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে ২৭৮ জন নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। যাদের মধ্যে ২২৪ জন ক্রসফায়ার/বন্দুক যুদ্ধ/এনকাউন্টারে, ১৯ জন নির্যাতনে এবং অবশিষ্ট ৩৫ জন বিভিন্নভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডের তুলনামূলক বিশেণ্ঢষণ- ২০০৬ ঃ ২০০৭

বিচার বহির্ভুত হত্যাকান্ড ২০০৬ সালের প্রথম নয় মাসের তুলনায় ২০০৭ সালে ৪৩.৫৩% কমেছে।

ক্রসফায়ার/বন্দুক যুদ্ধ/এনকাউন্টারে

উক্ত সময়ে ক্রসফায়ার/বন্দুক যুদ্ধ/এনকাউন্টারে মৃত্যুর হার কমেছে ৫২.২৩%।

নির্যাতন

এই সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতনে মৃত্যুর হার ৫২.৬৩% বৃদ্ধি পেয়েছে।

জেল হাজতে মৃত্যু ২০০৭

অধিকারের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১ জানুয়ারী থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ পর্যন্ড় জেল হাজতে মৃত্যুবরণ করেছে ৬৮ জন। যাদের মধ্যে ১ জন জেল পুলিশের নির্যাতনে এবং ১ জন জেলখানায় হাজতিদের সঙ্গে মারামারি করে মৃত্যুবরণ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ৬৬ জন হাজতি-কয়েদি অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে বলে প্রকাশ পেয়েছে।

জেল হাজতে মৃত্যু ২০০৬

১ জানুয়ারী থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৬ পর্যন্ড় জেল হাজতে ৪৮ জন মৃত্যুবরণ করেছে বলে জানা গেছে।

জেল হাজতে মৃত্যুর তুলনামূলক বিশেণ্ডষণ- ২০০৬ ঃ ২০০৭

জেল হাজতে মৃত্যুর হার ৪১.৬৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।

থানা হাজতে মৃত্যু ২০০৭

এই সময়কালে থানা হাজতে ৩ জন মৃত্যুবরণ করেছে। এদের মধ্যে ২ জন অসুস্থ হয়ে মারা গেছে এবং ১ জন আত্মহত্যা করেছে বলে জানা যায়।

থানা হাজতে মৃত্যু ২০০৬

১ জানুয়ারী থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৬ পর্যন্ড় থানা হাজতে ১২ জন মৃত্যুবরণ করেছে বলে জানা গেছে।

থানা হাজতে মৃত্যুর তুলনামূলক বিশেণ্ডষণ- ২০০৬ ঃ ২০০৭

২০০৬ এবং ২০০৭ সালের থানা হাজতে মৃত্যুর তুলনামূলক বিশেণ্ডষনে দেখা গেছে যে থানা হাজতে মৃত্যু ৭৫% কমেছে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা ২০০৭

অধিকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত ৯ মাসে সারাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয় এরকম ১৬৪ টি ঘটনা ঘটেছে। এদের মধ্যে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ৩২ জন সাংবাদিক আহত, ১১ জন গ্রেফতার, ৩১ জন লাঞ্ছিত, ৭৫ জন হুমকি, ১২ জনের বির"দ্ধে মামলা হয়েছে। এছাড়া এই সময়ে ১ জন সাংবাদিকের বাসায় হামলা এবং ১ জন সাংবাদিককে বিডিআর এর পূর্বানুমতি ছাড়া রিপোর্ট প্রকাশ করতে পারবে না এই মর্মে মুচলেকায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়েছে। আগস্ট মাসে ২টি টেলিভিশন চ্যানেলকে 'উস্কানিমূলক' খবর প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয় সরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য স্থানে সংঘটিত বিক্ষোভের ঘটনার পরপরই জর"রি অধ্যাদেশ আইন ২০০৭ এর ৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্দেশ সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হয়। সেপ্টেম্বর মাসে সিএসবি নিউজ চ্যানেল সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা ২০০৬

অপরদিকে ০১ জানুয়ারী থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৬ পর্যন্ড় সারাদেশে এই সংশিণ্ডষ্ট ৩৭২ টি ঘটনা ঘটেছিল। উক্ত সময়ে ১ জন সাংবাদিক নিহত, ১৩৮ জন আহত, ৪ জন গ্রেফতার, ৩৫ জন লাঞ্ছিত, ৮০ জন হুমকির সম্মুখিন হয় এবং ৯৫ জনের বির"দ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। উক্ত সময়ে ১৯টি হামলার ঘটনা ঘটেছে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা তুলনামূলক বিশেণ্ডষণ- ২০০৬ ঃ ২০০৭

২০০৬ এবং ২০০৭ সালের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর মাসের পরিসংখ্যান তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সাংবাদিকদের উপর আক্রমন সংক্রান্ড় ঘটনা ৫৫.৯১% কমেছে।

ধর্ষণ-২০০৭

গত ৯ মাসে ৩৪৬ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। যাদের মধ্যে ১৬১ জন নারী এবং ১৮৫ জন মেয়ে শিশু। এদের মধ্যে ৩৮ জন নারী এবং ১৮ জন মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১ জন নারী এ কারণে আত্মহত্যা করেছে। উক্ত ৩৪৬ জন নারী ও শিশুর মধ্যে ৮২ জন নারী এবং ৪৬ জন মেয়ে শিশু গণ ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

ধর্ষণ-২০০৬

২০০৬ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ড় ৫২৩ জন নারী ও শিশু ধর্ষিত হয়েছিল।

ধর্ষণ তুলনামূলক বিশেণ্ডষণ- ২০০৬ ঃ ২০০৭

২০০৬ সালের তুলনায় ২০০৭ সালে উক্ত সময়কালে ধর্ষণের হার ৩৩.৮৪% কমেছে।

এসিড ২০০৭

২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ড় ১১৮ জন এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে। যাদের মধ্যে ১৯ জন শিশু, ৬৪ জন নারী এবং ৩৫ জন পুর"ষ রয়েছে।

এসিড ২০০৬

২০০৬ সালের এই সময়ে ১২৩ জন এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছিল। যাদের মধ্যে ১৪ জন শিশু, ৭৯ জন নারী এবং ৩০ জন পুর"ষ ছিল।

এসিড তুলনামূলক বিশেণ্ডষণ- ২০০৬ ঃ ২০০৭

২০০৬ সালের তুলনায় ২০০৭ সালের এই সময়ে এসিড সংক্রান্ড় সহিংসতার ঘটনা ৪.০৭% কমে গিয়েছে।

অধিকারের সুপারিশ ঃ

- গত ২৩ আগস্ট ২০০৭ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ, ঢাকায় আশ্রয়রত শতাধিক ছাত্রদের কারফিউ এর সময় আর্মি কর্তৃক পেটানোর বিষয়টিও বিচারপতি হাবিবুর রহমান কমিশনের তদন্ড়ের আওতা ভূক্ত করার জন্য অধিকার আহবান জানাচ্ছে।
- অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে অধিকার জর"রি অবস্থা এবং রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার দাবি জানাচ্ছে।
- অধিকার দুর্নীতি দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আইনের অনুশাসন মেনে চলার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছে।
- অধিকার ত্রিপক্ষীয় চুক্তি মোতাবেক পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের বেতন ভাতা পরিশোধের আহবান জানাচ্ছে।

উলেণ্ডখ্য, 'অধিকার' ১১টি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য পর্যালোচনা ও বিশেণ্ডষন করে এবং নিজস্ব তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে এ রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে।

বার্তা প্রেরক

এএসএম নাসিরউদ্দিন এলান
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
অধিকার